বাউল গান

উপস্থাপক : মৌসুমী রক্ষিত
বাংলা বিভাগ
শালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজ

বাউল শিল্পী বা বাউল সাধক বা বাউল একটি বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী ও লোকাচার সংগীত পরিবেশক, যারা গানের সাথে সাথে সুফিবাদ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি মতাদর্শ প্রচার করে থাকে। বাউল গান পঞ্চদশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা গেলেও মূলত কুষ্টিয়ার লালন সাই- এর গানের মধ্য দিয়ে বাউল মত পরিচিতি লাভ করে সারা বিশ্বের কাছে।

শাব্দিক অর্থ

বাউলের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কোন এক গবেষক বলেছেন - সংস্কৃত 'বায়ু'থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। এদের মতে যারা কোনো সামাজিক বা ধর্মের কোন বিধি-নিষেধ মানে না তারাই বাউল।

উৎপত্তি

অতি প্রাচীন কাল থেকে বাউল শব্দটির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আনুমানিক সপ্তদশ শতক থেকে বাউল নামের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদি লীলা অংশে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রকারভেদ

বাউলদের দুটি শ্রেণী আছে - গৃহত্যাগী বাউল ও গৃহী বা সংসারী বাউল। যারা গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে গৃহত্যাগ করে তাদেরকে গৃহত্যাগী বাউল বলে। এরা সম্পূর্ণ সংসার ও সমাজ বিমুখ।

গৃহী বা সংসারী বাউলরা স্ত্রী পুত্র পরিজন সহ লোকালয়ে একটি নির্দিষ্ট আলাদা পাড়ায় বাস করেন। সমাজের অন্যদের সঙ্গে তাদের ওঠাবসা বিবাহ ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

বিস্তৃতি

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-পাবনা এলাকা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-বোলপুর-জয়দেব কেন্দুলি পর্যন্ত বাউলদের বিস্তৃতি। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তির দিন বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলী তে বাউলদের একটি মেলা শুরু হয়, যা জয়দেব বাউল মেলা নামে পরিচিত।

দর্শন

বাউল রা উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মসাধক তারা মানবতার বাণী প্রচার করে। বাউল মতে বৈষ্ণব ধর্ম এবং সুফিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাউলরা সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় আত্মাকে। তাদের মতে আত্মাকে জানলেই পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। বাউলরা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও জীবনদর্শন সম্পর্কে অনেক গভীর কথা বলেছেন।

বাউল সাধক

বাউল সাধকদের শিরোমনি লালন সাঁই। লালন তার বিপুলসংখ্যক গানের মাধ্যমে বাউল মতের দর্শন এবং অসাম্প্রদায়িকতাকে প্রচার করেছিলেন। এছাড়াও বাউলদের মধ্যে রয়েছেন-দ্বিজদাস,হরিচরণ আচার্য, রামু মালী,রামগতি শীল, পূর্ণদাস বাউল প্রমুখ।